প্রথম আলো

তারিখ 08 MAR 2012
পৃ ২৬ কলাম ২

এক বছর পর জানানো হলো ভর্তির যোগ্যতা নেই!

বেগম রোকেয়া কলেজে ৮৪ ছাত্রীর বিক্ষোভ, ফটকে তালা

আরিফুল হক, রংপুর ●

এক বছর পাঠদানের পর রংপুরের সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের ৮৪ জন ছাত্রীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ বিভাগে ভর্তির যোগ্যতা তাদের নেই। এর প্রতিবাদে গতকাল বুধবার দুপুরে ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা কলেজের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকেরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

কলেজ সূত্র জানায়, গত বছরের মার্চ মাসে কলেজে ইংরেজি বিভাগে বিএ (সম্মান) প্রথম বর্ষে ১৪০ জন ছাত্রী ভর্তি হন। এসব শিক্ষার্থী কিছুদিন আগে নিবন্ধন ফরম পূরণ করেন। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাত্র ৩৭ জনের নিবন্ধন কার্ড পাঠায়। কার্ড না পাওয়া ১০৩ জন ছাত্রী বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

কলেজ সূত্র জানায়, ওই শিক্ষার্থীদের কোড নম্বর ছিল ১১। ১১ নম্বর কোডের শিক্ষার্থী যেকোনো বিভাগে ভর্তির সুযোগ পান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র নিয়ে এসব শিক্ষার্থী রোকেয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েছেন।

এদিকে, নিবন্ধন কার্ড পাঠাতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে গত সোমবার রোকেয়া কলেজের ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক নূরুল আলমকে কলেজ কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়।

কলেজের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

নূরুল আলম মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৯ জন নিবন্ধন কার্ড পাবেন। বাকি ৮৪ জন পাবেন না। কারণ, ইংরেজিতে ভর্তি হতে হলে ভর্তি পরীক্ষায় এ বিষয়ে ২৫ নম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ১২ পেতে হয়। ৮৪ জন ছাত্রী ওই নম্বর পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ *প্রথম আলোকে* বলেন, এ জন্য কোনোভাবেই শিক্ষার্থীরা দায়ী নয়। কারণ, ভর্তি পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছে, তা জানার সুযোগ নেই। পরীক্ষার্থীদের শুধু কোড নম্বর দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এস এম আবু রায়হান মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে। শিগগিরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন জমা দেব। ভুলের দায় কার—এমন প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এস এম আবু রায়হান। তিনি বলেন, যা বলার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই বলবেন।

এদিকে, গতকাল বেলা দুইটা থেকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজের প্রধান ফটকে তালা দিয়ে রাখেন। এতে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকেরা আটকা পড়েন। এ সময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং শিগগিরই তাঁদের নিবন্ধন কার্ড দেওয়ার দাবি জানান।

নিবন্ধন কার্ড না পাওয়া শিক্ষার্থী সাবিহা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমাদের কোনো ভুল ছিল না।'

গতকাল রাত নয়টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিক্ষকেরা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কলেজ ক্যাম্পাসে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের (সহকারী কমিশনার) নেতৃত্বে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।